বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯১

সূচি

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা
২। সংজ্ঞা
৩। বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান স্থাপন
৪। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়
৫। পরিচালনা ও প্রশাসন
৬। পরিচালনা বোর্ড
৭। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী
৮। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি
৯। বোর্ডের সভা
১০। প্রতিষ্ঠানের তহবিল
১১। বাজেট
১২। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা
১৩। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী
১৪। প্রতিবেদন
১৫। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ
১৬। ক্ষমতা অর্পণ
১৭। জনসেবক
১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
১৯। প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা
২০। বাতিলকরণ ও হেফাজত

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯১

১৯৯১ সনের ২৯ নং আইন

[১০ নভেম্বর, ১৯৯১]

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

১। এই আইন বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(খ) "প্রতিষ্ঠান" অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান;

(গ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঘ) "বোর্ড" অর্থ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার বোর্ড;

(ঙ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) "দূর অনুধাবন" বলিতে বিমান, মহাকাশ হইতে সেন্সরের মাধ্যমে পৃথিবীর সম্পদ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ বুঝাইবে;

(ছ) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য।

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান স্থাপন

৩। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে।

(২) প্রতিষ্ঠান একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়

৪। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশের যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয়, গবেষণা কার্যালয় ও গবেষণাগার স্থাপন করিতে পারিবে।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৫। (১) প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং প্রতিষ্ঠান যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) প্রতিষ্ঠান উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতি অনুসরণ করিবে।

পরিচালনা বোর্ড

৬। (১) পরিচালনা বোর্ড একজন সার্বক্ষণিক চেয়ারম্যান ও [১][চারজন] সার্বক্ষণিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে [২]:

তবে শর্ত থাকে যে, সার্বক্ষণিক সদস্যগণের মধ্যে দুইজন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত হইবেন।]

(৩) চেয়ারম্যান প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন।

(৪) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যানরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

৭। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) কৃষি, বন, মৎস্য, ভূ-তত্ত্ব, মানচিত্র অংকন, পানি সম্পদ, ভূমি ব্যবহার, আবহাওয়া, পরিবেশ, ভূগোল, সমুদ্র, বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তিকে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা এবং উক্ত প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য গবেষণা কার্য পরিচালনা করা;

(খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত গবেষণা কার্যের ফলাফল সরকার ও বিভিন্ন সংস্থাকে অবহিত করা এবং তৎসংক্রান্ত তথ্য বিতরণ করা;

(গ) মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের নীতি সরকারকে অবহিত করা এবং তৎসম্পর্কে সরকারের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা;

---

[১] "চারজন" শব্দটি "তিনজন" শব্দটির পরিবর্তে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৭ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২] "কোলন (:)" চিহ্নটি "দাঁড়ির (।)" পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হইবে অতঃপর শর্তাংশটি বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৭ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবলে সংযোজিত।

(ঘ) মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তি সম্পর্কে সমীক্ষা, জরিপ, প্রশিক্ষণ ও কারিগরী গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে অন্য কোন দেশী, বিদেশী বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সহযোগিতা করা;

(ঙ) মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তি সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করা এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহা বাস্তবায়ন করা;

(চ) উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি

৮। (১) প্রতিষ্ঠান মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তি সম্পর্কে কারিগরী পরামর্শ দান ও গ্রহণের জন্য যে কোন দেশী, বিদেশী বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে।

(২) প্রতিষ্ঠান অন্য কোন দেশী, বিদেশী বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তি বিষয়ে যৌথ গবেষণা ও কারিগরী পরামর্শ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীনে কোন চুক্তিতে বা কার্যক্রমে কোন বেসরকারী বা বিদেশী বা আন্তর্জাতিক সংস্থা থাকিলে উহার জন্য সরকারের পূর্বানুমোদন এর প্রয়োজন হইবে।

বোর্ডের সভা

৯। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভার সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ উহার তিনজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৫) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও করা যাইবে না।

প্রতিষ্ঠানের তহবিল

১০। (১) প্রতিষ্ঠানের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন বিদেশী সরকার বা সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত কোন ঋণ;

(চ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) এই তহবিল প্রতিষ্ঠানের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উঠানো হইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) প্রতিষ্ঠান উহার তহবিল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

বাজেট

১১। প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠানের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা

১২। (১) প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও প্রতিষ্ঠানের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

১৩। (১) প্রতিষ্ঠানের একজন সচিব ও একজন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা থাকিবে।

(২) সচিব ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সচিব ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বোর্ড প্রদত্ত এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

প্রতিবেদন

১৪। (১) প্রতি বৎসর ৩০শে সেপ্টেম্বর এর মধ্যে প্রতিষ্ঠান তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনমত, প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে যে কোন সময় প্রতিষ্ঠানের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং প্রতিষ্ঠান উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

১৫। এই আইন, কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড, উহার চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

ক্ষমতা অর্পণ

১৬। বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দ্দিষ্ট শর্তে প্রতিষ্ঠানের সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

জনসেবক

১৭। চেয়ারম্যান বা বোর্ডের অন্যান্য সদস্য এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ public servant (জনসেবক) কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সে অর্থে public servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৮। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা

১৯। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

বাতিলকরণ ও হেফাজত

২০। (১) Science and Technology Division এর ২৬শে নভেম্বর, ১৯৮০ তারিখের Order No. Ref: STD(S-1/21-31/80), অতঃপর উক্ত Order বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা বাতিল করা হইল।

(২) উক্তরূপ বাতিল করার সংগে সংগে-

(ক) উক্ত Order দ্বারা প্রতিষ্ঠিত Space Research and Remote Sensing Organization, অতঃপর বিলুপ্ত সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত সংস্থার সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্য সকল দাবী ও অধিকার প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত হইবে এবং প্রতিষ্ঠান উহার অধিকারী হইবে;

(গ) বিলুপ্ত সংস্থা কর্তৃক অথবা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সকল মামলা-মোকদ্দমা উক্তরূপ বাতিলের সময় চালু ছিল সেই সকল মামলা-মোকদ্দমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অথবা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) কোন চুক্তি, দলিল বা চাকুরীর শর্তে যাহাই থাকুক না কেন, বিলুপ্ত সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রতিষ্ঠানে বদলী হইবেন এবং তাহারা উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ বদলির পূর্বে যে শর্তে তাহারা চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন।